দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

106

পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ মোতায়েন

ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে রোববার ছাত্রলীগের দুই বিবদমান উপ-দলের কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলার সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তে-জনা ছড়িয়ে পড়ে।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (ম–ই) কয়েকজন কর্মী বেলা প্রায় সোয়া ১১টায় ক্যান্টিনে প্রতিদ্বন্দ্বী মন্টু গ্রুপের সমর্থকদের হুমকি দেয়ার পর গোলযোগের সূত্রপাত হয়। খবর ইউএনবি'র।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ছাত্রলীগ (ম–ই) কর্মীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছেড়ে যাবার জন্য চাপ দিলে তারা ক্যাম্পাস ছাড়তে অস্বীকার করে। ক্যাম্পাস সূত্রে বলা হয়, অভীর সহযোগী বলে কথিত কয়েকজন 'মাস্তান' মোটর সাইকেলযোগে মধুর ক্যান্টিন ও কলা অনুষদ এলাকার আশপাশে ঘোরাফেরা শুরু করে। তারা ছাত্রলীগ (ম–ই) সমর্থক বলে ধারনা করা হয়।

এ খবর শুনে জহরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ হল ঘাঁটি থেকে মন্টু গ্রুপের কর্মীরা তাদের আক্রান্ত সহকর্মীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্যাম্পাস ত্যাগ করার জন্য চরমপত্র দেয় এবং এই বলে হুঁশিয়ার করে

(আটের পাতায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেয় যে তারা যদি ক্যাম্পাস থেকে চলে না যায়, তবে তার কোন পরিণতির জন্যে তারা দায়ী হবে না।

প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গ্রুপ মুখোমুখি হওয়ার উপক্রম হওয়ার সময় কর্তব্যে নিয়োজিত পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শনিবার রাতে ছাত্রলীগ (ম–ই) সমর্থকরা সলিমুল্লাহ হলের ভিতরে মিছিল বার করে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এর প্রতিবাদ করলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

উস্কানিমূলক স্লোগান দেয়ার জন্য মন্টু গ্রুপের লোকজন মিছিল প্রতিহত করে। প্রভোস্ট কামরুল আহসান ঘটনাস্থলে গিয়ে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান বজায় রাখার জন্য দুই গ্রুপকে অনুরোধ করেন।

যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে হলের আশপাশে বহু পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ক্যাম্পাস সূত্রে দাবী করা হয় যে, ক্যাম্পাসের উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা-গুলোতে আরো হেলমেট পরিহিত পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। ছাত্রলীগের কর্মীদের উপদলীয় লড়াইয়ে দুজন নিহত হওয়ার পর থেকে এসব এলাকা বরং শান্তই রয়েছে।